সংবাদ

তারিখ 19 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্য অর্থ সংকট নয়, প্রয়োজন সদিচ্ছার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

যে সমাজে শিক্ষকদের উন্নয়ন হবে না, সেই সমাজে শিক্ষার মানোন্নয়নের পরিবর্তন ঘটবে না। আজকেই শিক্ষা এবং শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্য বাজেট বরাদ্দ কোন অর্থ সংকট নয়, প্রয়োজন সদিচ্ছার।

গতকাল রাজধানীর রমনা বিংয়ে ভবনে শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি, সরকারের ভূমিকা এবং বাজেট শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট এই সভার আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি এখলাছ আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি নুরুল হক ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সাধারণ সম্পাদক বাদেরুজ্জামান, বিএনপির শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক খায়রুল কবীর খোকন, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল সম্পাদক ডা. ফয়জুল হাকিম খালা প্রমুখ।

নুরুল হক ইসলাম সেলিম বলেন, শিক্ষা ছাড়া মানুষের চেতনা জাগ্রত হয় না। দেশের উন্নয়ন দর্শনে ঘোড়ায় গলদ রয়েছে। ফলে শিক্ষা এখন ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত হয়েছে। শ্রেণী বিভাজন এখন শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করে কুলিপ্রথা চালুর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফলে সাধারণ জনগণের জন্য শিক্ষার বরাদ্দ নেই। তিনি বলেন, শেখ হাসিনাকে এক পয়সা দিতে হবে না। হলমার্ক কিংবা গোলাবাজার কেলেঙ্কারির টাকা, সংলোপ করে শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ দেয়া সম্ভব। তিনি বলেন, আনুপাতিক হারে শিক্ষায় বরাদ্দ কমে গেছে। মাত্র ৬ শতাংশ বেড়েছে। যা ১৬ শতাংশ বাড়ার কথা ছিল। শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, দাবি আদায়ে সংগ্রামের বিকল্প নেই। এটা শুধু শিক্ষকদের আন্দোলন নয়, গোটা জাতির আন্দোলন। জনগণকে সম্পৃক্ত করে দাবি আদায়ের জন্য লড়তে হবে। জমি দখল দেয়া যায়, স্বার্থ বর্গা দেয়া যায় না। হাসিনা-খালেদার কাছে স্বার্থকে বর্গা দিয়ে বসে থাকলে হবে না।

বাদেরুজ্জামান বলেন, স্বাধীনতার ৪২ বছর পরে শিক্ষা ক্ষেত্রেও সংবিধান উপেক্ষিত। এটা একবারেই মানা হচ্ছে না। সংবিধানে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ থাকলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আইন প্রণয়নের রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করা সংসদ সদস্যদের কাজ। এক্ষেত্রে স্কুলের সভাপতি হওয়া তাদের কাজ নয়। শিক্ষা এবং শিক্ষকদের বরাদ্দের জন্য অর্থ সংকট নয়, প্রয়োজন সদিচ্ছার।

খায়রুল কবীর খোকন বলেন, শিক্ষা দাবি নয়, অধিকার। কিন্তু শিক্ষা এখন পণ্যতে রূপান্তর হচ্ছে। এই সরকারের আমলে শিক্ষার মান বাড়েনি। শিক্ষকরা বঞ্চিত হলে তাদের পক্ষে গুণগত শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, অনুন্নয়ন খাতে সরকার ব্যয় বাড়ালেও বাজেটে শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ নেই। শিক্ষকদের দাবি পূরণ না করে উল্টো শিক্ষকদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে নির্যাতন করা হচ্ছে। শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ দেয়নি আওয়ামী সরকার। কারণ তাদের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।

বিএনপি পরবর্তীতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এলে এমপিওভুক্তির বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, একই সঙ্গে বাজেট পাস হওয়ার আগেই জাতীয় সংসদে বিরোধীদল বিষয়টি উপস্থাপন করবে।